আলমডাঙ্গার পৃথক ঘটনায় দুই নারী গুরুতর জখম

আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর দোয়ারপাড়া ও উপজেলার ভাংবাড়ীয়া গ্রামে পৃথক কারনে দুই নারী গুরুতর জখম হয়েছে।

জানা গেছে,গতকাল বেলা ৫টায় আলমডাঙ্গা পৌর এলাকায় দোয়ারপাড়ার বাবলু আলীর প্রথম স্ত্রী রকেয়া খাতুন(৪৪) একজনের বাড়িতে কাজ করে বাড়ি ফিরছিলেন।

এসময় বাড়ির পাশে মসুর ক্ষেতে বাবলুর ২য় স্ত্রী রাশিদার ছাগল যায় এ সময় ফসলের মালিক ছাগল ধরে নিয়ে যায়। এটা দেখে রাশিদা খাতুন সতিন রোকেয়ার উপর চড়াও হয় এ সময় বাবলু গালিগালাজ করে এর এক পর্যায়ে রোকেয়ার হাতে থাকা নোড়া দিয়ে রাশিদা আক্রমন করলে ঘটনাস্থলেই রকেয়া খাতুন আহত হয় স্থানীয়রা দ্রæত উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হারদী হাসপাতালে নেয়া হয়।

বিষয়টি নিয়ে মামলার প্রসুত্তি চলছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, উপজেলার ভাংবাড়ীয়া স্কুল পাড়ার সাকেম আলির স্ত্রী আমিরন নেছাকে পিটিয়ে আহত করেছে প্রতিবেশি।

জানা গেছে, গতকাল বুধবার সন্ধা ৬ টার দিকে ভাংবাড়ীয়া স্কুল পাড়ায় বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে তর্ক বিতর্কের এক পর্যায়ে সাত্তার মিয়ার ছেলে বেল্টু(৩৫), মেন্টু(৩০) মিলে আমিরন নেছাকে বাশ দিয়ে পিটিয়ে আহত করে।

এ সময় দ্রæত তাকে উদ্ধার করে হারদী হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয়রা।

এ বিষয়ে থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছিলো বলে জানা গেছে। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার উবাইদুল্লাহ জানায় রোগির অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গায় জামাই বাড়ী বেড়াতে গিয়ে শাশুড়ীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গা উপজেলার রায়লক্ষিপুর গ্রামের তহিরন নেছা জামাই বাড়ী বেড়াতে এসে লাশ হয়ে ফিরলেন।

জানাগেছে,আলমডাঙ্গার আইহাস গ্রামের মজিবর রহমানের স্ত্রী তহিরন নেছা (৬০) রায়লক্ষিপুর গ্রামে মেয়ের জামাই লাল্টুর বাড়ী বেড়াতে যায়।

গতকাল বিকেল ৫ টার দিকে জামাইয়ের বাড়ীর সামনে বসে পাটকাঠিতে গোবর দিয়ে জ¦◌ালানি তৈরি করার সময় পিছন থেকে একটি চলন্ত ট্রলির ধাক্কায় তহিরন নেছা মারাত্বক আহত হলে, স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার মৃত্যু হয়।

তার মৃত্যুর সংবাদে নিজ বাড়ী আইলহাসে শোকের ছায়া নেমে আসে, অন্যদিকে রায়লক্ষিপুর জামাই, মেয়ের বাড়ীতে কান্নার রোল পড়ে।

আলমডাঙ্গা থানা সুত্রে জানাজায় বর্তমানে তহিরনের লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় রাখা আছে।

আজ তার নিজ গ্রাম আইলহাসে জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন হবে। এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে আপোশ মিমাংসার চেষ্টা চলছিল বলে জানাগেছে।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গায় পৃথক দুই আত্বহত্যা

আলমডাঙ্গার আঠার খাদা গ্রামের হোসনে আরা নামের এক গৃহবধু বিষপানে আত্বহত্যা করেছে।

জানাগেছে, গত সোমবার বেলা ১২ টার দিকে আঠার খাদা গ্রামের রকিবুল ইসলামের মেয়ে হোসনে আরা (১৮) কয়েক বছর আগে বিয়ে হয়েছিল।

আল্প কিছু দিন আগে পিতার বাড়ী চলে আসে, কেন স্বামীর বাড়ী ছেড়ে পিতার বাড়ী এসেছিল তা জানা যায়নি, গত সোমবার সে নিজ পিতার বাড়ীতে বিষপান করলে তার অবস্থার অবনতি হলে স্থানীয় ভাবে চিকিৎসা দিয়ে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বস্থায় গতকাল তার মৃত্যু হয়। আজ নিজ গ্রামে গোরস্থানে দাফন করা হবে বলে জানা গেছে।
এদিকে, আলমডাঙ্গার শিবপুর গ্রামের এক গৃহবধু তার শশুরালয়ে গলায় দড়ী দিয়ে আত্বহত্যা করেছে।

জানাগেছে, গতকাল উপজেলার খাদিমপুর ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামের আনিছুরের সাথে বিয়ে হয় হারদী ইউনিয়নের শেখপাড়া গ্রামের শরিফ মোল্লার মেয়ে রেশমা (২৫)এর বিয়ে হয়েছিল।

গতকাল, লাশ ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুই সন্তানের জননী রেশমা সোমবার দ্বিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে তার শশুর বাড়ীর পিছনে নিমগাছের ডালে গলায় দড়ী দিয়ে আত্বহত্যা করে। মৃত্যু কালে তার দুই সন্তান নয়ন (৮) ও রবিন (৩) কে রেখে গেছে। তবে কেন সে আত্বহত্যা করল এ বিষয়ে এখনও কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানায় গতকাল একটি অপমৃত্য মামলা হয়েছে। তার পিতার বাড়ীর লোকদের ধারনা রেশমার উপর নির্যাতন করার কারনে সে আত্বহত্যা করেছে। তবে মেডিকেল রিপোর্ট হাতে পেলে রেশমার পিতা মামলা করবে বলে জানাগেছে।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

প্রশাসনের নাম ভাঙিয়ে মুক্তারের চোরের উপর বাটপারি

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ঠাকুরপুর সীমান্তের চিহ্নিত দালাল চোরাকারবারীদের সহায়তা কারী ফকির চাঁদের ছেলে মুক্তার দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

জানা গেছে মুক্তার নিজেকে প্রশাসনের সোর্স হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় পরিচয় দেয়। এলাকার লোকজনও তাকে প্রশাসনের সোর্স হিসাবে জানে । অনেকে তাকে বিভিন্ন প্রশাসনের সোর্স হিসাবে জানে। এ পরিচয়ের সুবাদে সে চাকুলিয়া সীমান্তের চোরাকারবারীদের গডফাদারদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে ও তাদের চোরাকাবারীতে সহায়তা সহ প্রশাসনের নাম ভাঙ্গিয়ে টাকা আদায় করে মুক্তার।

মুক্তার গত কয়েকদিন ধরে ভারত থেকে অবৈধ পথে আসা শসার বস্তা প্রতি ২ শত টাকা করে প্রশাসনের নাম ভাঙ্গিয়ে নেই বলে জানা গেছে । মুক্তার এমন অপকর্ম করে রাতারাতি টাকার কুমির বনে গেছে বলে গুঞ্জন আছে এলাকায়। মুক্তারের বিরুদ্ধে পত্রিকায় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশিত হলেও তার বিরুদ্ধে প্রশাসন কোন ব্যাবস্থা না নেওয়ায় সে দম্ভোক্তি করে বলে বেড়াচ্ছে পত্রিকায় লিখে লাভ নেই সব আমার ম্যানেজ করা।

কাকে ম্যানেজ করে কাকে অপকর্মের টাকা ভাগ দিয়ে মুক্তার বহাল তবিয়তে আছে তা ক্ষতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করেন সচেতন মহল। মুক্তারের বিরুদ্ধে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যাবস্থা নিতে চুয়াডাঙ্গা ০৬ বিজিবি পরিচালকের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

- কার্পাসডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গায় বিআরটিএ অফিসে দুদকের অভিযান ॥ তিন দালালকে কারাদন্ড

চুয়াডাঙ্গায় বিআরটিএ কার্যালয়ে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অভিযান চলাকালে হাতেনাতে আটক করা হয় তিনজন দালালকে।

পরে তাদেরকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তিনদিন করে কারাদন্ড দেয়া হয়। সোমবার দুপুরে দুদুকের কুষ্টিয়া সার্কেলে একটি টিম এই অভিযান পরিচালনা করে।

দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা শহরের সাব্দার হোসেনের ছেলে আশারফুজ্জামান বকুল (৪৯), মৃত ইসলাম নেওয়াজের ছেলে উজ্জ্বল হোসেন (৩৩) ও আশরাফুল হকের ছেলে ইমরান হক (২৯)।

দুদকের কুষ্টিয়া সার্কেলের উপ-পরিচালক মোঃ জাকারিয়া জানান, প্রায় সময়ই দুদকের কাছে চুয়াডাঙ্গার বিআরটিএ অফিসের দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ পাওয়া যেত। সেই অভিযোগের উপর ভিত্তি করে দুদক বিআরটিএ অভিযান চালায়। এসময় সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে অতিরিক্ত অর্থ আদায়সহ নানা অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজন দালালকে হাতেনাতে আটক করে দুদক দল। পরে সেখানে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে আটক হওয়া সবাইকে তিনদিন করে কারাদন্ড দেয়া হয়।

ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওয়াশীমুল বারী জানান, উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তাদেরকে এ রায় প্রদান করা হয়। রায়ের পর দন্ডপ্রাপ্তদেরকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

জীবননগরে অফিস সহকারীর ভুলে জেডিসি পরীক্ষা দেওয়া হল না ইয়াসিনের

জীবননগরে অফিস সহকারীর ভুলে মাদরাসার ছাত্র ইয়াসিন আরাফাতের জেডিসি পরীক্ষা দেওয়া হলো না।
গত শনিবার সারাদেশের ন্যায় জীবননগরে এক সাথে অনুষ্ঠিত হয় জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা। তারই ধারাবাহিকতায় জীবননগর

উপজেলার কাটাপোল গ্রামের আব্বাস আলীর ছেলে ইয়াসিন আরাফাত মাধাবপুর ইসলামী দাখিল মাদরাসার ছাত্র হিসাবে পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করতে যায়। কিন্তু গত বছর কোরআন শিক্ষা এবং আরবি বিষয়ে ফেল করায় এ বছর পরীক্ষায় অংশ গ্রহনের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে গেলে প্রবেশ পত্র না নিয়ে যাওয়ায় শিক্ষকরা তাকে কোরআন শিক্ষা পরীক্ষা দিতে দেয়নি।
এদিকে বিষয়টি শিক্ষকদের কাছে বলা সত্বেও কোন ফল না পাওয়ায় এ বছরও দেওয়া হলো না ইয়াসিনের পরীক্ষা শিক্ষকদের এ অবহেলায় ঝরে গেল ইয়াসিনের জীবন।

ইয়াসিন অভিযোগ করে বলে, আমি বৃহস্পতিবার মাদরাসায় প্রবেশ পত্রের জন্য যায় সেখানে মনির স্যারকে প্রবেশ পত্রের কথা বললে তিনি আমাকে বলে তোমার প্রবেশ পত্র শরিফ স্যারের কাছে আছে। আমি মাদরাসায় শরিফ স্যারের কাছে গেলে দেখি তিনি নাই এর পর স্যারকে বললে তিনি বলেন শরিফ স্যারের ডয়ারে আছে তুমি সেখান থেকে নিয়ে যেয়ো। পরীক্ষার দিন সকালে মাদরাসায় যেয়ে শরিফ স্যার না আশায় আমার পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।

মাদরাসা সুত্রে, জানা গেছে গত ৩০ শে অক্টোবর মাদরাসার জেডিসি পরীক্ষার সকল শিক্ষার্থীদের হাতে প্রবেশ পত্র তুলে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন মাদরাসা সুপার এবং সকলকে দেওয়া হয়েছে বলে জানান অফিস সহকারী শরিফ তা হলে কেন পেল না প্রবেশ পত্র ইয়াসিন আরাফাত প্রশ্ন অভিভাবকের।

অফিস সহকারী শরিফ বলেন, আমি বৃহস্পতিবার ৫ম শ্রেনীর রেজিস্ট্রিকার্ড আনার জন্য জীবননগরে ছিলাম। তাছাড়া আমার কাছে কেউ প্রবেশ পত্রের জন্য আসেনি।

মাধবপুর ইসলামী দাখিল মাদরাসার সুপার তাজুল ইসলাম বলেন, আমি গত ৩০ শে অক্টোবর যে সমস্থ শিক্ষার্থী প্রবেশ পত্র নেয়নি তাদের সকলকে প্রবেশ পত্র দেওয়ার কথা বলেছি শরিফকে সে আমাকে জানায় যে সে সকল শিক্ষার্থীর হাতে প্রবেশ পত্র তুলে দিয়েছে। কিন্তু ইয়াসিন প্রবেশ পত্র না পাওয়ার বিষয়টি আমি সঠিক ভাবে বলতে পারছি না।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার দ্বিনেশ চন্দ্র পাল বলেন, যদি কোন শিক্ষার্থী প্রবেশ পত্র না নিয়ে আসে বা কোন সমস্যা হয়। এমন কি যদি হারিয়ে যায় তা হলে সে বিষয় আমরা কম্পিউটারে সার্চ দিলে তার সমস্থ তথ্য বেরিয়ে আসবে। তাই বলে পরীক্ষা দিতে পারবে না এটা ঠিক না। তবে বিষয়টি আমি তদন্ত করবো তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে অফিস সহকারীর এহেন কান্ড দেখে অভিভাবকরা হতাশ।

-জীবননগর প্রতিনিধি

জীবননগরে যাত্রী ছাউনীর নির্মান উদ্বোধন হলেও কাজ হয়নি ২বছরেও

দীর্ঘ দিন যাবৎ জীবননগরে যাত্রী ছাউনী না থাকায় সাধারণ যাত্রীদের প্রতিনিয়ত পড়তে হয় চরম দুর্ভোগে।
গত ২০১৭ সালে যাত্রীদের সুবিধার্থে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের অর্থায়নে ৬লক্ষ টাকা ব্যায়ে বাসস্টান্ডে একটি যাত্রী ছাউনী নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু নানা জটিলতা আর দখলদারদের কবলে থাকা যাত্রী ছাউনীর জমি নিয়ে শুরু হয় তালবাহনা । অবশেষে বন্ধ হয়ে যায় যাত্রী ছাউনী নির্মাণ কাজ । সেই থেকে এ পর্যন্ত আর আলোর মুখ দেখিনি যাত্রী ছাউনী।

এদিকে যাত্রীদের অভিযোগ জীবননগর শহরে যাত্রী ছাউনী না থাকায় রোদ, বৃষ্টির সময় বাসের অপেক্ষায় বিভিন্ন দোকানের সামনে দাড়াতে

হয়। অনেক দোকানদাররা বাজে ব্যবহার করলেও নিরবে তা সহ্য করতে হয় ।
তাছাড়া জেলা পরিষদ থেকে যাত্রী ছাউনী নির্মানের জন্য যে টাকা বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে সেই টাকা দিয়ে যদি যাত্রী ছাউনীটা নির্মাণ করা হত তা হলে যাত্রীদের অনেক উপকার হতো।

এদিকে নাম প্রকাশে অনইচ্ছুক স্থানীয় সুধী ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, জেলা পরিষদ থেকে অর্থ দিয়ে জীবননগর শহরে যে যাত্রী ছাউনী নির্মাণের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিলো তা একটা মহতী উদ্যোগ । কিন্তু স্থানীয় কিছু ক্ষমতাশীন দলের নেতাদের সার্থে আঘাত হানার ফলে এবং বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনকে সামনে নিয়ে যাত্রী ছাউনীর পিছনে সরকারী জমি দখল করে দোকান নির্মাণ করে বসে থাকা বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের একত্রিত করে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ না করার জন্য বাধা দিলে যাত্রী ছাউনী নির্মাণের কাজটি এক সময়ে সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সেই বন্ধে এটা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।
গত দুই বছর পার হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি যাত্রী ছাউনীর যার ফলে স্থানীয় সুধী ও সচেতন মহলের মধ্যে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন ।

তথ্যনুসন্ধানে জানা গেছে, যে স্থানে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ করা হচ্ছে সেটি জেলা পরিষদের জমি তা ছাড়া মেইন শহরে বেশির ভাগ জমি জেলা পরিষদ এবং সড়ক ও জনপদ বিভাগের। এ সমস্থ জমিগুলো স্থানীয় ক্ষমতাশীন দলের কিছু প্রভাবশালী নেতারা দখল করে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের নিকট মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছে। এ কারনে ব্যবসায়ীরা জমি দখল করতে করতে প্রায় রাস্তার উপর চলে এসেছে।

আর এ সমস্থ জমি দখল করার ফলে ক্রমন্নয়ে রাস্তা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে জনসাধারণের পথচলাচলে ব্যাপক সমস্যার সম্মসক্ষীণ হতে হচ্ছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস এন্ড রায় ট্রেডার্সের প্রতিনিধি সাগর কুমার বিশ্বাস বলেন, ২০১৭ সালে ৩০শে মে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের ৬ লক্ষ টাকা ব্যায়ে জীবননগরে একটি যাত্রী ছাউনী নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়। উদ্ধোধনের পর ভিত ও কাটা হয় কিন্তু জমির জটিলতার কারণে কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। এ কাজটি করার জন্য আমরা একাধীক বার জেলা পরিষদে গিয়েছি কোন ফল হয়নি যার ফলে আমরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি ।

জেলা পরিষদের সদস্য মোসাবুল হক লিটন বলেন, জীবননগর শহরে যাত্রী

ছাউনী নির্মাণের জন্য গত দুই বছর আগেই অর্থ বরাদ্ধ দেওয়া হয়ে ছিলো। কিন্তু নির্দিষ্ট জমি না থাকায় এখানে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া এখানে যে অর্থ বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছিলো সময় মত কাজ না করায় এটি বাতিল হয়ে গেছে ।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলাম বলেন, জীবননগর শহরে যাত্রী ছাউনী খুবই জরুরী যেখানে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ করার কথা ছিলো এটা অনেক আগে উদ্বোধন হয়েছে বলে শুনেছি কিন্তু যাত্রী ছাউনীর জমির জটিলতার কারনে কাজটি বন্ধ হয়ে আছে । তবে আশা করি খুব দুরত্ব যাত্রী ছাউনী নির্মাণ করা হবে।

এদিকে দখলদারদের উচ্ছেদ করে সরকারি জমি দখল মুক্ত করে জীবননগরে একটি যাত্রী ছাউনী নির্মানের জন্য উদ্ধতর্ন কতৃপক্ষের দৃষ্ঠি আকর্ষণ করছেন স্থানীয় সুধী, সচেতন মহলও যাত্রীগণ।

-জীবননগর প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে ইটভাটার মাটি চাপায় এক শিশু নিহত

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে ইটভাটার মাটি চাপা পড়ে জিহাদ আলী (০৭) নামে এক শিশু নিহত হয়েছেন। সোমবার দুপুরে উপজেলার আশতলাপাড়ার একটি ইটভাটায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু জিহাদ আলী একই উপজেলার বাঁকা গ্রামের দিনমজুর তরিকুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, দুপুরে আশতালাপাড়ার এএনজেএম ব্রিকসের একটি ইটভাটার অদূরে শিশু জিহাদ ও তার বন্ধুরা খেলা খেলছিলো। এসময় হঠাৎ পাশের মাটির স্তুপ ধ্বসে পড়লে ওই মাটির নিচে চাপা পড়ে জিহাদ।

এতে সে গুরুতর আহত হয়। পরে তার পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জিহাদকে মৃত ঘোষণা করেন।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ গনি মিয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গায় বিআরটিএ অফিসে দুদকের অভিযান ॥ তিন দালালকে কারাদন্ড

চুয়াডাঙ্গায় বিআরটিএ কার্যালয়ে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অভিযান চলাকালে হাতেনাতে আটক করা হয় তিনজন দালালকে। পরে তাদেরকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তিনদিন করে কারাদন্ড দেয়া হয়। সোমবার দুপুরে দুদুকের কুষ্টিয়া সার্কেলে একটি টিম এই অভিযান পরিচালনা করে।

দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা শহরের সাব্দার হোসেনের ছেলে আশারফুজ্জামান বকুল (৪৯), মৃত ইসলাম নেওয়াজের ছেলে উজ্জ্বল হোসেন (৩৩) ও আশরাফুল হকের ছেলে ইমরান হক (২৯)।

দুদকের কুষ্টিয়া সার্কেলের উপ-পরিচালক মোঃ জাকারিয়া জানান, প্রায় সময়ই দুদকের কাছে চুয়াডাঙ্গার বিআরটিএ অফিসের দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ পাওয়া যেত। সেই অভিযোগের উপর ভিত্তি করে দুদক বিআরটিএ অভিযান চালায়। এসময় সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে অতিরিক্ত অর্থ আদায়সহ নানা অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজন দালালকে হাতেনাতে আটক করে দুদক দল। পরে সেখানে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে আটক হওয়া সবাইকে তিনদিন করে কারাদন্ড দেয়া হয়।

ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওয়াশীমুল বারী জানান, উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তাদেরকে এ রায় প্রদান করা হয়। রায়ের পর দন্ডপ্রাপ্তদেরকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গায় সরকারি কর্মচারীর নামে সাধারণ পাসপোর্ট ইস্যু করায় এডির নামে উকিলি নোটিশ

সরকারি কর্মচারীর নামে সাধারণ পাসপোট ইস্যু না করার অভিযোগ এনে চুয়াডাঙ্গার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সহকারি পরিচালক মো. রুবাইয়াত ফেরদৌসের নামে উকিল নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা যুগ্ম ও জেলা জজ আদালতের সেরেস্তাদার মো. নূরুল ইসলামের নামে সরকারি পাসপোর্টের পরিবর্তে সাধারণ পাসপোর্ট ইস্যু করায় তার পক্ষে আইনজীবী শাহ আলম এ নোটিশ প্রদান করেন।

এ বিষয়ে মো. নূরুল ইসলাম কেন আইনের আশ্রয় নেবেন না তা জানতে চাওয়া হয়েছে নোটিশে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি মো. নূরুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে নিজের নামে সরকারি পাসপোর্টের আবেদন করেন। তিনি ১২ গ্রেডের সরকারি কর্মচারী। মো. নূরুল ইসলাম সরকারি পাসপোর্ট পাবেননা বলে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সহকারি পরিচালক মো. রুবাইয়াত ফেরদৌস তার নামে সাধারণ পাসপোর্ট ইস্যু করেন।

অথচ একই অফিসের (জজ কোর্ট) ১৯, ২০, ১৬ এবং ১২ গ্রেডের সরকারি কর্মচারীদের নামে সরকারি পাসপোর্ট ইস্যু করেছেন। এতে আইন অমান্য করা হয়েছে এবং মো. নূরুল ইসলামের সম্মানহানী হয়েছে বলে তার আইনজীবী দাবী করেন।

এ বিষয়ে জানতে চুয়াডাঙ্গার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সহকারি পরিচালক মো. রুবাইয়াত ফেরদৌসের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে বারবার ফোন দিলেও তিনি রিসিভ করেন নি।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি